দৈনিক আমাদের সময়

14.JAN.2017
৭ ... 2

আমতলী কলেজের ৬৫ শিক্ষক কর্মচারীর বেতন বন্ধ ৩ মাস

আমতলী প্রতিনিধি ●

বরগুনার আমতলী সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ না থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীরা তিন মাস যাবৎ বেতনভাতা পাচ্ছেন না। প্রশাসনিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে।

আমতলী ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ ঘোষণার পর গত বছর ৩০ জুন চাখার শের-ই-বাংলা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাসুদ রেজাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রেষণে (সংযুক্ত) অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করে। ওই আদেশের কারণে ১১ জুলাই মাসুদ রেজা যোগদান করেন। অপরদিকে কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মজিবুর রহমান ৬ সেপ্টেম্বর মাসুদ রেজার সংযুক্ত অধ্যক্ষ নিয়োগের আদেশ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেন (পিটিশন নং-১১৭৪৯/২০১৬)। ওই দিনেই বিচারপতি তরিকুল হাকিম ও মো. এম ফারুক যৌথ বেঞ্চ সংযুক্ত মাসুদ রেজার নিয়োগ আদেশ স্থগিত করে মো. মজিবুর রহমানকে বৈধ অধ্যক্ষ বলে আদেশ দিয়েছেন। কেন এ আদেশ অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে কারণ দর্শানোর জন্য সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। অন্যদিকে মাসুদ রেজার বিরুদ্ধে কলেজের সহকারী অধ্যাপক আবুল হোসেন বিশ্বাস তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা করেন। এ নিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা আবুল হোসেন বিশ্বাসকে গত বছর ২২ সেপ্টেম্বর চলতি অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়ে আমতলী ত্যাগ করেন। এদিকে সাবেক অধ্যক্ষ মো. মজিবুর রহমান আদালতের আদেশে তিনি বৈধ অধ্যক্ষ দাবি করে কোনো চেকে টাকা উত্তোলন করতে যেন না পারে এ জন্য আপত্তি দিয়ে সোনালী ও অগ্রণী ব্যাংক আমতলী শাখার ব্যবস্থাপককে চিঠি দিয়েছেন। ওই চিঠির পরিপেক্ষিতে ব্যাংক থেকে কোনো টাকা না দেওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতনভাতা পাচ্ছেন না। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ জটিল সমস্যা সমাধান না করায় ৬৫ শিক্ষক-কর্মচারী বেতনভাতা না পেয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন এবং প্রশাসনিক কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধ্যক্ষ মাসুদ রেজাকে গত বছর ১৫ ডিসেম্বর পটিয়া সরকারি কলেজে বদলি করেছে। কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মো. মজিবুর রহমান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তাকে (মৌখিক) বলা হয়েছে কলেজে নতুন কোনো অধ্যক্ষ দেওয়া হয়নি। আদালতের নির্দেশনা অনুসারে আমি (মো. মজিবুর রহমান) বৈধ অধ্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও চলিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক আবুল হোসেন বিশ্বাস আমাকে দায়িত্ব পালন করতে দিচ্ছেন না। ভারপ্রাপ্ত (চলতি) অধ্যক্ষ আবুল হোসেন বিশ্বাস জানান, সংযুক্ত অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা আমাকে চলতি দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাকে দায়িত্ব প্রদানের নির্দেশ দেবেন তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব। কলেজ অধ্যক্ষ মাসুদ রেজা মুঠোফোনে জানান, এ বিষয় আমি বলতে পারব না। আপনারা ডিজি মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।